অলিম্পিক বস্ত্রদান কর্মসুচি বিশ্বব্যাপী শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুতদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে

এরিক গ্রিন
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ১৯শে আগস্ট -- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সম্প্রদায় বিশ্বের দুই কোটি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তুদের অনেকেরই সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে। তারা এসব অসহায় মানুষদের মৌলিক চাহিদা পুরণে এবং তাদেরকে আরো ভালো জীবন প্রদানের প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত হয়েছে।

'গিভিং ইজ উইনিং' (দানেই জয়) প্রচারণা কর্মসুচির আওতায় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) সদস্যরা জাতিসংঘের সহযোগিতায় ক্রীড়াবিদ, কর্মকর্তা ও কর্পোরেট সহযোগীদের তাদের খেলাধুলার পোশাক ও নিত্য ব্যবহারের কাপড়-চোপড় সারা বিশ্বের শরণার্থী শিবিরে বিতরণে উৎসাহিত করেছে।

কেবল ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক কমিটি এই কর্মসুচির মাধ্যমে এক লক্ষ ২৪ হাজার ডলারের বেশি মুল্যমানের পাঁচ হাজারেরও বেশি খেলাধুলার পোশাক চাদের শরণার্থী শিবিরে প্রেরণ করছে। ব্রিটিশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন রুয়ান্ডায় বস্ত্র পাঠিয়েছে। 'আইওসি' জানিয়েছে দেশটিতে ৪৯ হাজারেরও বেশি শরণার্থী এবং ৭৩০ জন রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক কমিটির একজন কর্মকর্তা গত ১৫ই আগস্ট 'ইউএসইনফো'কে বলেন, কমিটির দানের মধ্যে আছে অতিরিক্ত খেলাধুলার সরঞ্জাম। যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক খেলোয়াড়দের জন্য এগুলোর ফরমায়েশ দেওয়া হয়েছিল। আর পোশাকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে অ্যাথলেটিক শর্টস, প্যান্টস, জ্যাকেট, টি-শার্ট, পোলো শার্ট এবং হাতাকাটা গেঞ্জি।

২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক কমিটি তানজানিয়ার লিউকোল শরণার্থী শিবিরকে অব্যবহৃত কাপড়-চোপড় ও বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সরঞ্জামাদি যেমন ভলিবল ও ভলিবলের নেট ইত্যাদি দান করে। ২০ হাজারেরও বেশি শরণার্থী, যাদের বেশির ভাগই তরুণ, এই দান থেকে উপকৃত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক কমিটির বোর্ড চেয়ারম্যান পিটার ইউবেরোথ গত ৬ই জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, "বিশ্বব্যাপী অলিম্পিক আন্দোলনের একটি মুলনীতি হল দান করার চেতনা। অর্থবহ এই 'গিভিং ইজ উইনিং' প্রচারণা কর্মসুচিতে অবদান রাখতে পেরে আমরা গর্বিত।"

'গিভিং ইজ উইনিং' কর্মসূচী বেইজিং-এ অনুষ্ঠেয় '২০০৮ সামার অলিম্পিক গেমস'-কে সামনে রেখে গতিবেগ পেয়েছে। এর লক্ষ্য হল, ছয় মিটারের বেশি প্রশস্তের ১০টি বিশাল কন্টেইনার কাপড় দিয়ে পূর্ণ করা। আইওসি বলছে, এর 'উদ্দেশ্য হল ক্রীড়ার মাধ্যমে শরণার্থীদের খানিকটা বিনোদন দেওয়া।' আইওসি জাতিসংঘের সাথে মিলে এই মানবিক কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

প্রথম 'গিভিং ইজ উইনিং' প্রচারণা কর্মসূচি শুরু হয় গ্রীসের অ্যাথেন্সে ২০০৪ সামার অলিম্পিকের সময়। তখন প্রায় ৩০ হাজার ক্রীড়া পোশাক সংগৃহীত হয়েছিল।

২০০৪ সালে কর্মসূচিটি কেবল মুল ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় পরিচালিত হয়। তানজানিয়া ছাড়াও এই ক্রীড়া বস্ত্রগুলো আফগানিস্তান, ইরিত্রিয়া, কসোভো ও আজারবাইজানেও পাঠানো হয়।

আইওসি জানায়, ২০০৪ সালে অ্যাথেন্স অলিম্পিক ভিলেজে বস্ত্র সংগ্রহে সাফল্যের কারণে আইওসি দ্বিতীয় 'গিভিং ইজ উইনিং' প্রচারণা কর্মসূচি এবার বেইজিং গেমসের প্রস্তুতি পর্বে এক বছর আগেই শুরু করেছে। বেইজিং অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে ২০০৮ সালের ৮-২৪ আগস্ট।

যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কার্যক্রম

যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-ও ঝুঁকিগ্রস্ত যুবকদের ভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত করতে ক্রীড়াকে ব্যবহার করছে। উদাহরণস্বরূপ, তানজানিয়ায় ইউএসএআইডি-সমর্থিত একটি কর্মসূচি তরুণ ছেলেদের ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। ইউএসএআইডির মতে, এর ফলে তরুণদের মনোযোগ অপ্রাপ্তবয়সে যৌনকর্ম বা মাদকাসক্তির মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে।

জ্যামাইকায় ইউএসএআইডি-সমর্থিত কম্যুনিটি-ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা রাজধানী কিংসটনের বিপদসঙ্কুল পাড়া-মহল্লায় সহিংসতার চক্র ভাঙ্গাতে সাহায্য করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্কেটার জয়ী চিক সুদানের দারফুর অঞ্চলের শরণার্থীদের জন্য ২৫ হাজার ডলার দান করেছেন। ২০০৬ উইন্টার অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক বিজয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক কমিটি থেকে তিনি এই অর্থ লাভ করেছিলেন। চিক এই অর্থ 'রাইট টু প্লে' সংস্থায় প্রদান করেন। এই সংস্থাটি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শান্তির জন্য ক্রীড়াকে ব্যবহার করে। [এ বিষয়ক নিবন্ধের জন্য (http://usinfo.state.gov/af/Archive/2006/Feb/16-217238.html) ওয়েব সাইট দেখুন।]

সমাজ গড়তে ক্রীড়ার ভূমিকার প্রশংসা

গত ৬ই জুলাই গুয়াতেমালা সিটিতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'গিভিং ইজ উইনিং' প্রচারণা কর্মসূচি শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে আইওসি প্রেসিডেন্ট জ্যাকস রগ জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের একজন প্রতিনিধির হাতে এক ব্যাগ খেলাধুলার পোশাক তুলে দেন।

রগ বলেন, যুদ্ধ-সংঘাত ও রোগব্যাধিতে পর্যুদস্ত, বঞ্চিত ও কোনঠাসা মানুষগুলো ক্রীড়ার ভূমিকা থেকে উপকৃত হতে পারে, কারণ খেলাধুলা নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার আন্তোনিও গুটেরেস গত জুনে এক বিবৃতিতে বলেন, বহু তরুণ শরণার্থী নিষ্প্রাণ আশ্রয় শিবিরে ধুঁকে ধঁকে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। ক্রীড়াবস্ত্র উপহার, যার সাথে জড়িয়ে আছে অলিম্পিকের বিখ্যাত ক্রীড়াবিদরা, তাদের মানসিক শক্তি বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেয়। শরণার্থীদের এই মানসিক জোরকে বহির্বিশ্ব এখনও গুরুত্ব দেয়।

আইওসি'র আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ক পরিচালক টমি সিথোল বলেন, "গিভিং ইজ উইনিং প্রচারণা কর্মসুচি চাঁদের পাথরের মত। একে মুল্য দিয়ে বিচার করা যাবে না।"

সিথোল বলেন, "এই পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে হয়তো এক ভাগ্যাহত ব্যক্তি শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে। তাকে পরিধানের জন্য কেবল পোশাকই নয়, বরং সাথে দেওয়া হল এক টুকরো আশা।"

'গিভিং ইজ উইনিং' সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যাবে আইওসি'র

(http://www.olympic.org/uk/news/events/119_session/full_story_uk.asp?id=2205), যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক কমিটির (http://www.usoc.org/117_52909.htm), এবং জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের (http://www.unhcr.org/news/NEWS/4692299e4.html) ওয়েব সাইটগুলোতে।

আরো তথ্যের জন্য দেখুন, স্পোর্টস ওয়েবসাইট:

(http://usinfo.state.gov/scv/life_and_culture/sports.html)।

================

*(*ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা। ওয়েবসাইট: http://usinfo.state.gov*)*

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov*) *যোগাযোগ করুন।*